মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং দ্রুত বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উত্তরণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ -র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সময়োপযোগী আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বাংলাদেশকে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ, বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অর্জন:

২০০৯ সালে রপ্তানি আয় ছিল ১৫৫৬৫.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য খাতে অর্জিত রপ্তানি আয় ৫৫,৫৫৮.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৬৭% বেশী। আবার, ২০০৮-২০০৯ সময়ের তুলনায় পণ্য খাতে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ২৫৬.৯৪%। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে মোট ১৯৪টি দেশে ৬৬৮টি পণ্য রপ্তানি হলেও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিশ্বের মোট ২১০টি দেশে ৮০৬ টি পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে। রপ্তানি আয় ও রপ্তানি দেশ/পণ্যের সংখ্যা পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশে রপ্তানি আয় সর্বোচ্চ হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী দেশে এবং বেশী সংখ্যক পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে।

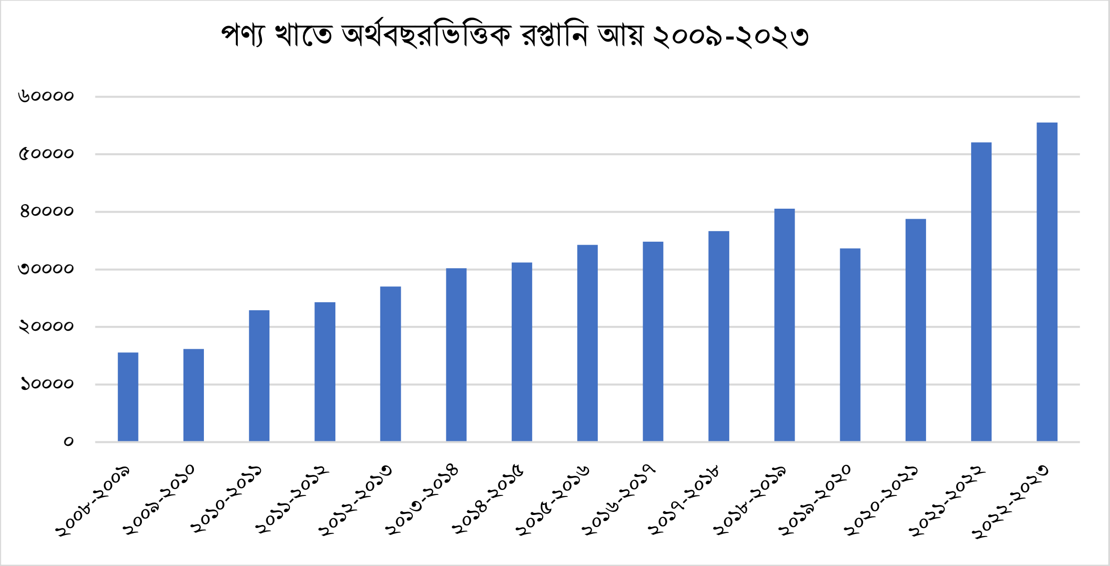

সেবা খাতের রপ্তানি আয়ের হিসাব ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর থেকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের সেবা খাতে মোট রপ্তানি আয় ছিল ২,৯৩৬.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮,৮৮৮.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। অর্থাৎ এ সময়ে সেবা খাতের রপ্তানিতে ২০২.৭১% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (জুলাই-মে) সময় পর্যন্ত সেবা খাতের রপ্তানি আয় হয়েছে ৬,৯৪১.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-২০১৩ হতে ২০২২-২০২৩ সময়ে রপ্তানি আয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	সেবা খাতে রপ্তানি আয়	প্রবৃদ্ধি
২০১২-২০১৩	২৯৩৬.৩০	-
২০১৩-২০১৪	৩২৪৩.৮৮	(+) ১০.৪৮%
২০১৪-২০১৫	৩২১০.৮৫	(-) ১.০২%
২০১৫-২০১৬	৩৪৯৪.৯০	(+) ৮.৮৫%
২০১৬-২০১৭	৩৬৫৩.৭১	(+) ৪.৫৪%
২০১৭-২০১৮	৪৫৮৬.৩১	(+) ২৫.৫২%

২০১৮-২০১৯	৬৪৯২.৬৮	(+) ৪১.৫৭%
২০১৯-২০২০	৬০৮১.১৮	(-) ৬.৩৪%
২০২০-২০২১	৬৬০৮.৮৮	(+) ৮.৬৮%
২০২১-২০২২	৮৮৮৮.৬০	(+) ৩৪.৪৯%
২০২২-২০২৩ (জুলাই-মে)	৬৯৪১.২২	-

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বস্ত্র খাত থেকে রপ্তানি আয় হয়েছিল ১২,৮৭৯.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে হয়েছে ৪৮,১৯৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দেশের রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে ৪৩টি পণ্য খাতে ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক ১৪টি পণ্যে সর্বমোট ২২০৩টি নগদ সহায়তার সুপারিশপত্র প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ২,৭২৫টি নতুন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান এবং সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড প্রদান করা হয়। সর্বশেষ ১৬ এপ্রিল ২০২৩ ৭১ টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়েছে । ২০২২ সাল থেকে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারককে সেরা রপ্তানিকারক হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নামে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৪৭৫ জন রপ্তানিকারককে সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ০৭ (সাত) দিনব্যাপী 'Bangladesh Trade and Investment Summit 2021' শীর্ষক সামিট আয়োজন করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে উক্ত সামিট আয়োজনে করে। ০৭ (সাত) দিনব্যাপী সামিটে ০৫ (পাঁচ) টি মহাদেশের ৩৮ (আটত্রিশ) টি দেশ যার মধ্যে এশিয়ার ২৫ (পঁচিশ) টি, আফ্রিকার ০৬ (ছয়) টি, ইউরোপের ০৫ (পাঁচ) টি, উত্তর আমেরিকার ০১ (এক) টি এবং দক্ষিণ আমেরিকার ০১ (এক) টি দেশের ২৭১ টি বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ৫৫২ টি দেশি-বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত হয়। গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা Bangladesh Trade and Investment Summit 2021 উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নীতি- নির্ধারক ও কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের সফল ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, দেশি/বিদেশি শীর্ষ স্থানীয় বিনিয়োগকারী, বাণিজ্য বিশ্লেষক, অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ, বহুজাতিক সংস্থার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এফবিসিসিআই ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর যৌথ উদ্যোগে এফবিসিসিআই এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১১-১৩ মার্চ ২০২৩ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকায় বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩ এ সৌদি আরবের বাণিজ্য মন্ত্রী H. E. Dr. Majid bin Abdullah Al Kassabi এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল যোগদান করে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইপিবি দেশের রপ্তানিকারক তথা বেসরকারী খাতকে বানিজ্য সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ইপিবির তত্বাবধানে মোট ৩৯৭টি মেলা/একক দেশী পণ্য প্রদর্শনীতে ৬,২২৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলা/একক দেশীয় প্রদর্শনীর মাধ্যমে ৪,২৫৯.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আদেশ পাওয়া যায়।

নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ ২০০৯ সালে ৩০টি, ২০১০ সালে ৩০টি, ২০১১ সালে ২৩টি, ২০১২ সালে ২৮টি, ২০১৩ সালে ২৯টি, ২০১৪ সালে ২৮টি, ২০১৫ সালে ৩৩টি, ২০১৬ সালে ৩১টি, ২০১৭ সালে ২৯টি, ২০১৮ সালে ২৯টি, ২০১৯ সালে ২৮টি, ২০২০ সালে ২৪টি, ২০২১ সালে ১০টি এবং ২০২২ সালে ২০টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত থিমভিত্তিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পণ্যের বাজার অন্বেষণ ও ইমেজ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চীনের সাংহাই নগরীতে অনুষ্ঠিত World Expo-2010, দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়োসু নগরীতে অনুষ্ঠিত Expo-2012, ইতালীর মিলান শহরে অনুষ্ঠিত Expo Milano-2015 এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে অনুষ্ঠিত World Expo-2020-এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আগামীতে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিদেশি ক্রেতাদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ইপিবির উদ্যাগে ১৯৯৫ সাল থেকে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৪টি মেলা আয়োজন করা হয়েছে।

রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে ইপিবি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে "এক জেলা এক পণ্য" কর্মসূচির আওতায় ৪১টি জেলার ১৪টি পণ্যকে নির্বাচন করা হয়। উক্ত পণ্যের মধ্যে আগর কাঠ ও আতর এবং রাবার এর রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। গত ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত শুধুমাত্র আগর সামগ্রী রপ্তানি করে ১৬.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে।

কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল (সিএমসি)-র তত্ত্বাবধানে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর পরিচালনায় ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৬,৮৯০ জন শ্রমিককে স্বল্প মেয়াদী (৫ দিন) এবং বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজী (বিইউএফটি) এর পরিচালনায় গত ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২টি ব্যাচে ১৭৪ জন মিড-লেভেল ম্যানেজার/কর্মকর্তাদের ৬ মাস মেয়াদী পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রচলিত জিএসপি স্কীমের আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ ও সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে এবং তুরস্কে শুল্কমুক্ত রপ্তানির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। পরিবর্তিত পদ্ধতিতে রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান তাঁর রপ্তানিকৃত পণ্যের জন্য নিজেই স্টেটমেন্ট অব অরিজিন (SoO) ঘোষণা করে। এ জন্য প্রতিটি রপ্তানিকারীকে ইউরেপীয় ইউনিয়নের ডাটা-বেইজ এ নিবন্ধিত হতে হয় যা Registered Exporter বা REX নামে পরিচিত। বাংলাদেশী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের REX নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিগত ২১ জুলাই ২০১৯ থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত বস্ত্র খাতে মোট ২,৭৫৪টি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান REX System-এ অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

১৭ ডিসেম্বর ২০২০ এ বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে Terms of Reference (ToR) between India-Bangladesh CEO's Forum স্বাক্ষরিত হয়। সে মোতাবেক উভয় দেশের ১০ টি সেক্টরের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের নিয়ে সম্প্রতি CEO's Forum গঠিত হয়েছে। CEO's Forum এর মাধ্যমে দুই দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। ফলে তারা দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে নিজ নিজ দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত হয় যা কিছুটা সংশোধন/পরিমার্জনের পর ২০১৫ সালে নবায়ন করা হয়েছে। SAFTA ও APTA এর সদস্যদেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রদত্ত শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভায় উভয় দেশের বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সহযোগিতার অভিপ্রায়ে একটি Comprehensive economic Partnership Agreement (CEPA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা পরবর্তীতে ২০১৯ সালের অক্টোবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে আলোচিত হয়। সে মোতাবেক উভয় পক্ষ যৌথ সম্ভব্যতা যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে CEPA negotiation শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যা পরবর্তীতে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের সভায় আলোচনা করা হয়। শীঘ্রই CEPA Trade Negotiating Committee (TNC)-এর negotiation শুরু করা হবে।

জাপানের সাথে অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব (Economic Partnership Agreement (EPA) সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Joint Feasibility Study) সম্পাদনের জন্য ইতোমধ্যে Joint Study Group (JSG) গঠন করা হয়। JSG এর দ্বিতীয় সভা গত ২৫-২৬ জুলাই ২০২৩ সময়ে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে Joint Study Report প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সিঙ্গাপুরের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে গত ৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত Joint Working Group (JWG)-এর দ্বিতীয় সভায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের Trade Negotiating Committees (TNC) কমিটি ইতোমধ্যে চতুর্থ রাউন্ডের সভা সমাপ্ত করে। উক্ত সভাসমূহে PTA text,

Rules of Origin, Modality on Tariff Reduction/Elimination এবং Request/Offer List নিয়ে আলোচনা শেষ পর্যায়ে রয়েছে। TNC-এর পঞ্চম ও শেষ রাউন্ডের সভা আগামি ২৮-৩০ আগস্ট ২০২৩ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BS-PTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে উভয়দেশের মধ্যে Trade Negotiating Committee (TNC) গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে TNC- এর ৩য় দফা নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীলংকার অভ্যান্তরীন কারণে ৪র্থ দফা TNC সভাটি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ- শ্রীলংকার মধ্যকার অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তিটির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে গত ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামি ০২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ৪র্থ TNC সভা অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা যায় আগামি আগস্ট ২০২৪ সময়ে বাংলাদেশ-শ্রীলংকার মধ্যকার অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তিটি স্বাক্ষর হতে পারে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ায় সাথে Free Trade Agreement (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। তৎপ্রেক্ষিতে, উভয় দেশ কর্তৃক নিজ নিজ Trade Negotiating Committee (TNC) কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষ হতে FTA শুরু করার জন্য মালয়েশিয়াকে একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে। মালয়েশিয়া হতে এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলে FTA Negotiation শুরু করা হবে।

The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। BIMSTEC **এর আওতায় ১৪টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ** Trade & Investment **এর** Lead Country **হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। উল্লেখ্য যে, গত ২০০৪ সালে** BIMSTEC TNC গঠন করা হয় এবং এ পর্যন্ত ২১ রাউন্ড নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়। গত ১০-১১ জানুয়ারি ২০২২ BIMSTEC Working Group on Rules of Origin(WG-Roo) **এর ২০তম সভা ঢাকায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায়** BIMSTEC Rules of Origin **এর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।**

Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Motor Vehicle Agreement (BBIN-MVA) **হলো বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত ও নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত** Motor Vehicle Agreement **১৫ জুন ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি বাস্তবায়িত হলে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে যাত্রী ও মালবাহী গাড়ী এক দেশ থেকে অন্য দেশে খুব সহজে যাতায়ত করতে পারবে। গত ০৭-০৮ মার্চ, ২০২২ সময়ে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত** BBIN (MVA) **চুক্তিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে** Transport Working Group ও Customs Working Group **গঠন করা হয়।** Working Group-**সমূহ চুক্তিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।**

২০০৬ সালের ১ জুলাই তারিখে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (South Asian Free Trade Agreement) কার্যকর হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় আওতায় সদস্য দেশসমূহ সেনসিটিভ লিস্ট এবং ট্যারিফ হ্রাসকরণ অব্যাহত রেখেছে। সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫ টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শূল্ক মুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে ডব্লিউসিও-এর এইচস কোড-২০১২ অনুসারে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১.০২২টি এবং অ-স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,৩৩ টি। গত ৪ জুলা্ই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাফটার কমিটি অব এক্সপার্ট (সিওই)-এর বিশেষ সভায় ২০২০ সালের মধ্য সেনসিটিভ লিস্টে পণ্য সংখ্যা ১০০টি-তে নামিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান, ভারত, ভূটান ও মালদ্বীপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান পণ্য সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩৫টি-তে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখ্যযোগ্যহারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গত ২৯ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬-তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ ও চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদশ সাটিস-র অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে (টেলিকম ও ট্যুরিজম)। তাছাড়া এ সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ ও খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ ৫ জুলাই, ২০১৫-তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাটিস-এর ১১তম এক্সপার্ট গ্রুপ এর সভার তথ্যানুসারে আফগানিস্তান, ভারত, নেপাল, ভূটান তাদের

প্রাথমিক অফারের তালিকা প্রণয়ন করেছে। সর্বশেষ তথ্যানুসারে পাকিস্তান ব্যতিত সকল সদস্য দেশ তাদের প্রাথমিক সিডিউল অব কমিটমেন্টস সার্ক সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। চুক্তিটি বাস্তবায়ন হলে সার্ক অঞ্চলে সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ যথা: বাংলাদেশ, ভারতে, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস, এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক চুক্তি (Bangkok Agreement) স্বাক্ষর করে। APTA ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্ত: আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রাসারণ এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ড অদ্যাবধি চুক্তিটি অনুসমর্থন করেনি। তবে, ২০০১ সালে চীন এই চুক্তিতে যোগদান করার ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীনের যোগাদনের পর তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শূরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে Asia Pacific Trade Agreement (APTA) নামকরণ করা হয়। এইসব নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে। ১ জানুয়ারি ২০২১ সালে মঙ্গোলিয়া APTA-তে যোগদান করে। বাংলাদেশ কর্তৃক আপটা দেশগুলোকে ৫৯৮ টি পণ্যে ১০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক ছাড় (মার্জিন অব প্রেফারেন্স) সুবিধা এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আরো ৪টি পণ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়। বাংলাদেশ APTA ভুক্ত দশেসমূহের ২৮% শুল্ক সুবিধা ছাড় পাবে।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে সম্পাদিত “Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia & the Pacific” চুক্তিটি বাস্তবায়ন করা United Nations Economic and Social Council for Asia and the Pacific (UNESCAP) এর গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম। বাংলাদেশ ২য় দেশ হিসেবে ২০১৭ সালে ২৯ আগষ্ট তারিখে চুক্তিটি স্বাক্ষর করে এবং ৪র্থ দেশ হিসেবে ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুসমর্থন করে। চুক্তিটি ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ESCAP ভুক্ত ৫৩ টি সদস্য দেশের মধ্যে ১২ টি দেশ চুক্তিটি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় ESCAP কর্তৃক বাংলাদেশকে সকল সময়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২০ সালের ৬ ডিসেম্বর Preferential Trade Agreement between The Royal Government of Bhutan and Government of The People’s Republic of Bangladesh শীর্ষক চুক্তি ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এটি বাংলাদেশের প্রথম দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজা চুক্তি বা Preferential Trade Agreement (PTA)। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভুটান বাংলাদেশকে ১০০টি পণ্যে ও বাংলাদেশ ভুটানকে ৩৪ টি পণ্যে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দিয়ে আসছে। ভুটান থেকে প্রধানত: বোল্ডার স্টোন আমদানি করা হয় যা বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ভুটানের দ্বিতীয় রপ্তানি বাজার, ভারত প্রথম, বিধায় বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ভুটান যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। PTA স্বাক্ষরের ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি) ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ-ভুটান PTA স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি ভুটানের থিম্পুতে ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে “Agreement on the Movement of Traffic-in-Transit Between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Royal Government of Bhutan” স্বাক্ষর করেন। ভুটানের পক্ষে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন

ভুটানের শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব কর্মা দর্জি। ট্রানজিট চুক্তিটি ইতো:পূর্বে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) কে অধিকতর কার্যকর করবে। স্বাক্ষরিত চুক্তি বাংলাদেশের জন্য কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংযোগ এবং কৌশলগত সুবিধা বয়ে আনবে । বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ আন্ত:যোগাযোগ বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর অংশ হিসেবে চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত ভুটানকে বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তির আওতায় বিমান, রেল, স্থল, নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করছে। এ চুক্তির ফলে উভয় দেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে আঞ্চলিক যোগাযোগের ব্যাপক প্রসাব ঘটবে। বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভুটানের পণ্য রপ্তানি ও আমদানি করলে বাংলাদেশ বিভিন্ন ফি ও চার্জ লাভ করবে এবং এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটবে। ট্রানজিট এগ্রিমেন্টে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহ অধিকতর কর্মক্ষম হবে এবং রাজস্ব আয় বাড়বে। অধিকন্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বন্দরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনায়ন করবে।

বাংলাদেশ-ভুটান ট্রানজিট এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ও কুয়েতের মধ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি Trade Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the State of Kuwait স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of Bangladesh on a Trade and Investment Cooperation Forum স্বাক্ষরিত হয়।

চেক রিপাবলিক ও বাংলাদেশের মধ্যে ২১ মে ২০১৯ Agreement on Trade Promotion and Economic Cooperation between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Czech Republic স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৫ সেপ্টম্বর ২০২১ Trade and Investment Framework (TIFA) স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে TIFA এর আওতায় ২য় Joint Working Group সভা ১৪ মার্চ ২০২৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে ২৯ জুলাই ২০২২ Protocol of the 3rd Intergovernmental Commission meeting on Trade and Economic Cooperation between Bangladesh and Uzbekistan স্বাক্ষরিত হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কেনিয়া, ইরাক, কম্বোডিয়া, মেক্সিকো, ইউক্রেনসহ বেশ কয়েকটি দেশের সাথে চুক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ ২১ জুলাই ২০২২ এসআরও নং ২৫১-

আইন/২০২২/১৩৩/কাস্টমস জারির মাধ্যমে TPS-OIC কার্যকর করেছে। TPS-OIC-এর আওতায় বাংলাদেশ শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে ওআইসিভুক্ত সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ৪৭৮টি পণ্যের একটি পণ্যতালিকা দিয়েছে। ফলে, বাংলাদেশ Rules of Origin-এর ৩০% মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে TPS-OIC কার্যকরকারি অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে।

১৩ মে ২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA) স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৩৫৬টি পণ্যের একটি তালিকায় শুল্ক হ্রাস অথবা শুল্ক ছাড় প্রদানের নিমিত্তে ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে এসআরও নং ২৫২-আইন/২০২২/১৩৩/কাস্টমস জারি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ চুক্তিটি কার্যকরকারি দেশসমূহে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। বাংলাদেশ ছাড়াও তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া কাস্টমস নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর করায় বাংলাদেশ উক্ত ৪টি দেশে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে।

Common Fund for Commodities (CFC) সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বর্তমানে CFC Governing Council এর Managing Director নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।

দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, চীন, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ভিয়েতনাম, হংকং, অস্ট্রেলিয়াসহ ২৬ টি দেশের সাথে PTA/FTA স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ‘Bangladesh- Japan Industrial Upgradation Partnership’ শীর্ষক Memorandum of Co-operation (MoC) স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়া, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত Trade Negotiating Committee (TNC)-এর কর্মকর্তাদের capacity building জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও Japan External Trade Organization (JETRO), Dhaka-এর মধ্যে গত ২৩ জুলাই ২০২৩ একটি Memorandum of Cooperation (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৬ নভেম্বর ২০২২ একটি Memorandum of Cooperation (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত MoC অনুযায়ী উভয়পক্ষ বেশ কিছু priority areas চিহ্নিত করেছে।

চীনের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে Joint Working Group (JWG) ইতোমধ্যে গঠন করা হয়। JWG-এর প্রথম সভা গত ২০-২১ জুন ২০১৮ চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation and Trade exchange স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে উভয় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation and Trade exchange স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এ সময়ে বিভিন্ন দেশ হতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাওয়া গেছে। চীনের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে চীন বাংলাদেশকে ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ হতে ৯৮% হিসেবে ৮৯৩০টি পণ্যে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে।এছাড়া, চিলি হতে চিনি, গম ও গমের আটা ব্যতীত সকল পণ্যে, থাইল্যান্ড হতে ৬,৯৯৮টি পণ্যে এবং SAFTA চুক্তির আওতায় ভারত হতে টোব্যাকো ও এলকোহোল ব্যতীত সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া গেছে।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সফল নেগোসিয়েশনের কারণে ঔষধের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ১ জানুয়ারি ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে ঔষধশিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এছাড়া সম্প্রতি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) এর আওতায় সকল ধরনের মেধাসত্বের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরও ১৩ বছরের জন্য শিথিল করা হয়েছে, যা আগামী ১ জুলাই ২০৩৪ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ৮ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স ডব্লিউটিও এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবা খাতে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় ৫০ টির বেশি দেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য তাদের সেবা খাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাসের বিষয়ে এন্টি ডাম্পিং শুনানী শেষে ডাইরেক্টর জেনারেল, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ট্রেড রেমেডিস, ইন্ডিয়া হতে চূড়ান্ত ফলাফল (Fianl Findings) ২৯/০৬/২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে, এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে কোন নোটিফিকেশন জারি করা হয় নাই। ভারত সরকার সম্প্রতি হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর থেকে এন্টি ডাম্পিং ডিউটি প্রত্যাহার করেছে।

সরকারের প্রতিশ্রুত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের বাজার স্থিতিশীল এবং নকল ও ভেজাল প্রতিরোধে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ০৬ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৬৫,৫০৪ টি বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনাকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘণ করায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০৬ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১,৫৪,৬০৫ টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০৭,৭১,১৬,১৪২ (একশত সাত কোটি একাত্তর লক্ষ ষোল হাজার একশত বিয়াল্লিশ) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে।

দুর্গম বর্ডার এলাকায় বসবাসরত দুই দেশের জনগোষ্ঠীর নিকট পণ্য বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ও সীমান্ত এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে এ যাবৎ মোট ৭ টি (সাতটি) বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এ সকল বর্ডার হাট বন্ধ ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে বর্ডার হাটসমূহের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হয়েছে। এছাড়া আরও ০৯ (নয়) টি নতুন বর্ডার হাট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠার ফলে সীমান্ত এলাকার জনগণের জন্য পণ্য ক্রয় বিক্রয় সহজতর হয়েছে এবং দু'দেশের জনগণের মধ্যে অধিকতর সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ০৬ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩,৫১,৭৪০ টি পোস্টার, ২৬,৩৯,৫০০ টি প্যাম্ফলেট ৩০,৫০,৯৫০ টি লিফলেট, ৩,০০,০০০ টি স্টিকার, ১,৫৬,৮০০ টি ক্যালেন্ডার ও ৫,০০০ টি ডায়েরি মোট ১৫৪৬০৫ টি প্রচার সামগ্রী মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ০৬ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ৯৮,৮৩৫ টি অভিযোগ প্রাপ্তি এবং ৮৩,৯০৯ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে ।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ০৬ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৪৫৪৬টি মতবিনিময়/সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার চীনের আর্থিক ও কারিগর সহায়তায় চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান "চায়না স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন" কর্তৃক প্রকল্পের চীনা অংশের অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ গত ৩০ নভেম্বর ২০২০ সম্পন্ন হয়। গত ২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টারটি উদ্বোধন করা হয়।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে ভোজ্য তেল, চিনি, মসুরের ডাল ইত্যাদি ভর্তুকি মূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে **উর্দ্ধমূখী বাজার নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করছে।**

টিসিবি সারাদেশে প্রায় ০১ (এক) কোটি নিম্নআয়ের পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রতিমাসে সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য (চিনি, মসুর ডাল, ভোজ্য তেল) বিক্রয় করে আসছে। এই কার্যক্রমে প্রতি পরিবারে ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য ধরে প্রায় ০৫ (পাঁচ) কোটি নিম্নআয়ের মানুষ উপকৃত হচ্ছে। প্রতি উপকারভোগী প্রতি মাসে ০১ (এক) কেজি চিনি, ০২ (দুই) কেজি মসুর ডাল, ০২ (দুই) লিটার সয়াবিন তেল/রাইস ব্রান অয়েল ভর্তুকী মূল্যে পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। এই কার্যক্রম চলমান থাকার ফলে প্রায় ৫ হাজার ডিলারের সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সরকার কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জনগণের জীবন যাত্রার কার্যক্রম সচল রাখার সুবিধার্থে টিসিবি করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে দেশব্যাপী ট্রাকসেল এবং দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ৩৭,১০৬টি ট্রাকসেল ও সাধারণ বরাদ্দের মাধ্যমে মোট বিক্রিত পণ্যের উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ জন (ট্রাক প্রতি ৪০০ জন ক্রেতা এবং প্রতি ক্রেতার পরিবারে ৪ জন সদস্য হিসেবে)।

রমজানে ভোক্তাসাধারণের নিকট ছোলা ও খেজুরসহ অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করা হলেও গত রমজানে রমজানের চাহিদার ৮-১০% পণ্য সরবরাহ করা হয়। ফলে রমজানে দেশের অধিকাংশ উপজেলাসহ সকল জেলায় টিসিবি'র নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি (ডাল, তেল, চিনি, ছোলা, খেজুর এবং পেঁয়াজ) ভোক্তা সাধারণ সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় করার পাশাপাশি বাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে।

পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ, লোড-আনলোড, পরিবহন, প্যাকিং, মার্কিং সহ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে বিশাল সংখ্যক শ্রমিক সহ বিভিন্ন পেশার অনেক পেশাজীবী, সাধারণ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে টিসিবি'র মোট গুদামের ধারণক্ষমতা (নিজস্ব ও ভাড়াকৃত) ছিল ৪০,৩৬১ মেট্রিক টন । ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ধারণক্ষমতা ৪৬,৬৭৯ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকার উত্তরায় টিসিবির নিজস্ব ৭,৫০০ বর্গফুটের একটি নতুন গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ময়মনসিংহ কার্যালয়ে মোট ২০০90 বর্গফুটের ০১ টি গুদাম ভাড়া নেয়া হয়েছে। এর সাথে গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ২৮ (আটাশ) কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ এর প্রকল্প চলমান রয়েছে।

টিসিবি'র আপৎকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮১৫.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ৬টি গুদাম ও দুটি অফিস ভবন নির্মিত হয়েছে। এর ফলে টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা ৪৭,৭০০ বর্গফুট তথা প্রায় ১০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দু'টি আঞ্চলিক কার্যালয় ভাড়া অফিস থেকে নিজস্ব অফিস এ স্থানান্তর হবে; এতে সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে।

সকল রাষ্ট্রের সাথে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করার অংশ হিসেবে কানাডার Saskatchewan trade and export partnership (STEP) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় মূহুর্তে পণ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ভারতের এসটিসির সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া, ০৬ মার্চ ২০২০ নেপালের STC এর সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল রোধ ও পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে সকল রিটার্ন দাখিলের সুবিধা এবং পরিদপ্তরের সকল কার্যক্রম অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পাদনের নিমিত্তে ও ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্টিফাইড কপি ইস্যুকরণের লক্ষ্যে সফটোয়্যার তৈরি করা হয়েছে। হিউম্যান ইন্টারেকশন ব্যতীত অনলাইনে আবেদন প্রাপ্তির পর সার্ভারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিক সার্টিফাইড কপি দেয়া হয়। এতে সেবা গ্রহীতাদের সময়, খরচ সাশ্রয় হয়।

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) -র সেক্টর কাউন্সিলসমূহের মাধ্যমে ২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত গবেষনা/প্রকাশনা-১০৪টি, কর্মশালা/সেমিনার-৪৬৫টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন ২,৩৯২টি, প্রমোশন কার্যক্রম-৬৬টি ও সচেতনতা কার্যক্রম-৬৭ টি,

বৈদেশিক মেলায় অংশগ্রহন-৪৮ টি, বিশেষ কার্যক্রম-২ টি, ডাটা বেইজ কার্যক্রম-২টি এবং বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক বিশেষ প্রকল্প-৮ টি, সহ মোট ৩,১৫২ টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছে।

সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে বিপিসি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ‘‘ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো” প্রকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করছে। আইবিপিসি ও ই-ক্যাবের যৌথ উদ্যোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-কমার্স ব্যবসাকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মানিকগঞ্জ, শরিয়তপুর ও ফেনী জেলায় ডিজিটাল পল্লী নামক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা দেশের অন্যান্য জেলায়ও বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও আইবিপিসি ও আইএসপিএবি এর যৌথ উদ্যোগে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সুবিধার্থে নেটওয়ার্ক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

ফিসারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ২০০৯ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্যপণ্য রপ্তানি নিশ্চিত করতে বিগত বিভিন্ন সময়ে EU-FVO মিশন/অডিট কর্তৃক সুপারিশের আলোকে HACCP, GAqP, GMP, Codex Allimentarius Program, E-traceability প্রভৃতি কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন বিষয়ক প্রায় ৪২০টি সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার কর্মশালা বাস্তবায়ন করেছে, যার প্রত্যক্ষ সুফলভোগীর সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০ জন ।

“Cluster approach to increase BT production in a compliant manner with possibilities for scaling up and contribution to increase in the exports of Bangladesh Shrimps” - শীর্ষক গবেষণানির্ভর প্রদর্শনী প্রকল্প এবং ২০১৮ সাল হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অধিক উৎপাদনশীল ভেনামি চিংড়ির চাষ প্রবর্তনের লক্ষ্যে এফপিবিপিসির অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিগত কয়েকবছর ধরে দেশে সনাতন পদ্ধতি থেকে আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi- intensive) বাগদা চিংড়ির পাশাপাশি ভেনামি চিংড়ি উৎপাদন করার প্রায়াশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi- intensive) চিংড়ি চাষ করা ফল পাওয়া যাচ্ছে এবং মৎস্য অধিদপ্তর হতে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের অনুমোদনও পাওয়া গেছে।

“Establishment and Practice Mono-sex (Unisex) Prawn Culture Demonstration Farming System in South West Bangladesh” এর মাধ্যমে মনো-সেক্স বাগদা চিংড়ি চাষের সুচনা শুরু করার মধ্য দিয়ে চিংড়ির উৎপাদন ব্যবস্থাকে তরান্বিত করা গেছে। এছাড়া, এফপিবিপিসির প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে Experimental Cultivation of Seaweed on the Cox’s Bazar Coast, Bangladesh এবং The Transfer of Technology for Seabass Production through Capacity Building and Piloting of Culture Practices and Raising of Awareness on the Compliance Related Issues of Fish and Fish Products -শীর্ষক দুটি গবেষণানির্ভর প্রদর্শনী প্রকল্প চলমান রয়েছে।

এফপিবিপিসির অধীনে মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩০টি বিভিন্ন গবেষনা, লিফলেট ও প্রকাশনা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এ সকল গবেষণা এবং প্রকাশনাসমূহ এই সেক্টরের উন্নয়নে এ সেক্টর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারসহ চাষি, রপ্তানিকারকদের উন্নয়নে প্রত্যাক্ষ্য ও পরোক্ষ্যভাবে ব্যাপক অবদান রেখেছে।

সরকারের রপ্তানি বাণিজ্য নীতিমালা অনুসারে রপ্তানি পণ্য বাস্কেটে নতুন নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমূখিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার ও বেসরকারী খাতের যৌথ উদ্যোগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। এইখাত সংশ্লিষ্ট পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, সচেতনতামূলক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনার, বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, গবেষণা/স্টাডি, মেলা, টেকনোলজি মিশনসহ কমপ্লায়েন্সের বিভিন্ন বিষয়ে চামড়াখাতের সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহের সাথে নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে:

- আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত লেদার ওর্য়াকিং গ্রুপ (LWG) সনদ অর্জনে ট্যানারীগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্যায়ন ও গাইডলাইন তৈরীর ফলো-আপ কার্যক্রম;
- চামড়াজাত এবং পাদুকা শিল্পখাতের কারখানা সমূহের বৈদ্যুতিক ঝুঁকি মূল্যায়ন, তা নিরসনে গাইডলাইন তৈরি ও সুপারিশ প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে কারখানাগুলোতে নিরাপদ উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরী, বৈদ্যুতিক সংক্রান্ত অগ্নি ঝুঁকি কমানোসহ কম্প্লায়েন্স প্রতিপালন করা আরো সহজতর হয়ে উঠেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৫টি কারখানা সহ এপর্যন্ত সর্বমোট ৯০টি কারাখানায় এই কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ট্যানারীতে Pre-treatment বাস্তবায়ন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০টি ট্যানারীসহ এপর্যন্ত সর্বমোট ৯৩টি কারাখানায় এই কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, স্বাস্থ্য ঝুকি আছে এমন কেমিক্যাল ব্যবহার না করাসহ কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন কম্প্লায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইউরোপের বাজারে পান রপ্তানির বাধাসমূহ দূর করার জন্য পানের স্যালমনেলা ব্যাকটেরিয়া দূরীকরনের বিষয়ে গবেষণা ও পান চাষের অঞ্চলগুলোতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পান রপ্তানি হচ্ছে। কৃষি রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য নতুন পণ্য হিসেবে কাজু বাদাম অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। মানসম্মত কাজু বাদাম উৎপাদনের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ, উন্নতজাতের চারা ও প্রক্রিয়াজাতকরনসহ রপ্তানির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে বাংলাদেশে নিরাপদ ও সংগনিরোধ বালাইমুক্ত রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আধুনিক নির্দেশিকা প্রকাশনা করা হয়েছে। নিদেশিকা অনুসরণ করে কৃষি উৎপাদনে বালাইনাশক ব্যবহার করা ও উত্তম কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত আমও বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষি ও উদ্যানজাত কৃষিপণ্য যাতে রপ্তানি বাজারে গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেশন অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যে ষ্টাডি ও কৃষি উৎপাদনে গাইডলাইন অনুসরণ করা হচ্ছে ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে উদ্যানজাত তাজা কৃষিপণ্য রপ্তানিতে স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারী ব্যবস্থা এবং এক্ষেত্রে WTO-র নিয়মগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষক ও কৃষিকাজে সম্পৃক্তদের প্রশিক্ষনের কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ২৩ সাল পর্যন্ত অনেক কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষভাবে দুইটি কার্যক্রম যেমন: (ক) Making Light Engineering Firms Export-Ready: A Study on Selected Enterprises ও (খ) Regional Light Engineering Products & Technology Fair কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সরকারের রপ্তানি বাণিজ্য নীতিমালা (২০০৩-২০০৬) অনুসারে রপ্তানি পণ্যের ঝুড়িতে নতুন নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমূখিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে ২০০৬ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ধীন মেডিসিনাল প্লান্টস্ এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। কাউন্সিল সশ্লিষ্ট শিল্পের পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, সচেতনতামূলক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনার, বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কমপ্লায়েন্সের বিভিন্ন বিষয়ে ঔষধি উদ্ভিদ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং হারবাল পণ্যের উন্নতি কল্পে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহের সাথে নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

রপ্তানি বহুমূখিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার প্লাস্টিক সেক্টরের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। সেই অনুযায়ী, প্লাস্টিক পন্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ধীন প্লাস্টিক প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয় ২০১৮ সালে। পিপিবিপিসি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩ টি ফ্যাক্টরী অডিট ‘বিপদ সনাক্ত করণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রন’ বিষয়ের উপর অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। যে কোন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত থাকে ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স নীতি অনুসরন করে কিনা। এতে ফ্যাক্টরীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ISO, HACCP সহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট নিশ্চিত করা হয়। ফলে রপ্তানি বাজারে প্রবেশ সহজতর হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে ২০৯.৮৬ মার্কিন ডলার প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২৬.২৩% বেশী।

বাংলাদেশ ফরেন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) এর ২০০৯-২০২৩ সাল **পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন**সমূহের মধ্যে রয়েছে ১৯৭টি প্রশিক্ষণ, ২৯টি গবেষণা, ৭৯টি পলিসি এডভোকেসি, ৪৭টি সেমিনার, ২টি আন্তর্জাতিক ব্রান্ডিং এর জন্য প্রচারণা। প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে Pocket Trade Outlook - ১ (২০২২), Newsletter- ৬ (২০২২-২৩) এবং Trade Almanac - ১ (২০১০)।

Identification of Trade Related Graduation Challenges and Preparation of Sector Specific Trade Roadmaps for overcoming the challenges শীর্ষক সমীক্ষার লঞ্চিং অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে SAFTA-এর আওতায় বাংলাদেশের Sensitive List হ্রাসকরণ এবং SAFTA ভুক্ত দেশসমূহের Sensitive List থেকে বাংলাদেশের পণ্যসমূহ বাদ দেওয়ার জন্য Request List প্রণয়ন করে। **২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে** ভুটানের সাথে Preferential Trade Agreement/Area (PTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility Study করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। **২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে** চীনের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এবং রাইস ব্রান থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদনের বিষয়ে (প্রসপেক্টস অব রাইস ব্রান ওয়েল) একটি স্টাডি পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনএর **২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী**র মধ্যে রয়েছে সিরামিক টেবিলওয়ার আমদানির উপর তুরস্ক কর্তৃক নতুনভাবে আরোপিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে সিরামিক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশনের আবেদন এর উপর মতামত প্রদান এবং বাংলাদেশ হতে আমদানীকৃত সিনথেটিক সূতার (Yarn /Thread of Synthetic Staple Fibre) ওপর তুরস্ক সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের Circumvention তদন্ত কার্যক্রমে দেশীয় রপ্তানীকারকদের সহায়তা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান।

এছাড়া এ কমিশন বাংলাদেশ-কানাডা দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ অনুযায়ী কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল পেঁয়াজের উৎপাদন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় (আপৎকালীন) বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন, বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পাটপণ্য রপ্তানীকারকদের রপ্তানীকৃত পণ্যের এফওবি মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদান, মোটর সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর আবেদনের ভিত্তিতে আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর নিয়ন্ত্রিত পণ্য তালিকার এইচ.এস হেডিং ৮৭.১১ এর বর্ণিত ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি (সিসি) অপসারণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রদান, Gulf Co-operation Council (GCC)-ভুক্ত দেশসমূহে (সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন,কুয়েত, কাতার ও ওমান) বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য কৌশল নির্ধারণ এবং বাধা অপসারণ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি/এফটিএ অথবা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/পিটিএ অথবা ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব প্রকৃতির চুক্তি/সেপা স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান/আইন-কানুন বা নীতিসমূহের পরিবর্তন/সংশোধন/ পরিমার্জন বিষয়ে মতামত প্রদান এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পলিয়েস্টার, রেয়ন ও অন্যান্য সিনথেটিক সুতার ওপর নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রদান করে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশের “National Tariff Policy”-এর খসড়া প্রণয়ন, বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন, পরিশোধিত চিনির আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং কিচেনওয়্যার পণ্য রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ক মতামত প্রদান করে।

২০২১ সালে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রেকর্ড পরিমাণ ৯৬.৫১ মিলিয়ন কেজি এবং ২০২২ সালে ৯৩.৮৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়। যেখানে ২০০৯ সালে চায়ের উৎপাদন ছিল ৫৯.৯৯ মিলিয়ন কেজি। চা এর উৎপাদন বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত চা শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক পঞ্চগড়, লালমনিরহাট এবং বান্দরবান জেলায় চা চাষ সম্প্রসারণে পৃথক ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ (পাঁচশত) হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৯৭.৬০ (চার কোটি সাতানব্বই লক্ষ ষাট হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১৫-২০২১ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। প্রকল্পের আওতায় চা আবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পরও বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলাতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণে সব ধরণের প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে।

লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৬৫২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত জেলায় ২৪০.০০ একর চা এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া লালমনিরহাট সদর উপজেলায় বাংলাদেশ চা বোর্ডের ক্যাম্প অফিস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় ক্ষুদ্র চা চাষের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattogram Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলায় ইতোমধ্যে ৪২৪.০০ একর চা এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সরকারিভাবে ০১ টি চা কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এ কারখানায় উৎপাদিত চা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'বান্দরবান টি' নামে একটি ব্র্যান্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলায় ১.০০ একর ও রুমা উপজেলায় ০.৬০ একর জমি অধিগ্রহণসহ মোট ১.৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। চলমান প্রকল্পটি ২০২৩ সালের ৩১ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত হবে।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গালে গত ২০১৮ সালের ১৪ মে তারিখে দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র চালু করা হয়। এর মাধ্যমে চায়ের রাজধানী খ্যাত শ্রীমঙ্গলে একটি চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপনে ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হয়েছে। পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র ২০২৩ সালের মধ্যে চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। শুরু থেকেই এ নিলাম কেন্দ্রটির যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে চা ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চগড় চা নিলাম কেন্দ্র উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে উৎপাদিত চায়ের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশীয় চা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্য ০৫টি চা প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে 'অনলাইন চা নিলাম' চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) কর্তৃক উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল বিটি-১৮, বিটি- ১৯, বিটি- ২০, বিটি-২১, বিটি-২২ ও বিটি-২৩ অর্থাৎ মোট ০৬ টি ক্লোন অবমুক্ত করা হয়েছে।

দেশের উত্তরাঞ্চলে ০৫টি জেলায় চা বাগান ও ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানে মোট ১২,০৭৯.০৬ একর জমিতে চা আবাদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রায় ১০ হাজার ক্ষুদ্র চাষী চা আবাদ করছেন এবং চা চাষের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হয়েছে। এ অঞ্চলে ২০২২ সালে রেকর্ড পরিমাণ ১৭.৭৮ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে; যা মোট দেশজ উৎপাদনের ১৯%। ক্ষুদ্র চা চাষীদের কাঁচা চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশের উত্তরাঞ্চলে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ৫৫ টি বটলিফ চা কারখানা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৭ টি চা কারখানা পুরোদমে চালু রয়েছে। এছাড়া, চা বাগান ও চাষিদের মাঝে বিটিআরআই এর উদ্ভাবিত জাতসমূহকে সম্প্রসারণের নিমিত্তে ২০২১ সালে পঞ্চগড়স্থ বাংলাদেশ চা বোর্ড আঞ্চলিক কার্যালয়ে "উন্নত জাতের ক্লোন চায়ের প্রদর্শনী প্লট" স্থাপন করা হয়েছে।

"বাংলাদেশ টি" নামে উন্নত মানের চা ব্র্যান্ড উদ্ভাবন এবং নান্দনিক ও আকর্ষণীয় মোড়কে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আবার, দেশে উন্নত মানের গ্রিন টি নিয়ে গবেষণা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে বিটিআরআই-এ একটি সর্বাধুনিক গ্রিন টি ফ্যাক্টরি স্থাপন করা হয়। এছাড়া উন্নত মানের টি ব্যাগ নিয়ে গবেষণা এবং প্যাকজিং এর লক্ষ্যে বিটিআরআই গ্রিন টি ফ্যাক্টরিতে স্থাপিত একটি 'টি ব্যাগ মেশিন' স্থাপন করা হয়েছে।

চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২০২২ সালে বৃদ্ধি করে ১৭০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে এখন পর্যন্ত দেশের চা শ্রমিকদের প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ চা বাগান শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা শিক্ষা বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষা প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে।

চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের বাগানসমূহে ভতুর্কি মূল্যে সার প্রদান করা হচ্ছে। চা উৎপাদন বৃদ্ধি ও চা বাগানসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চা বাগানসমূহে ঋণ প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

ক্লাইমেট চেঞ্জ-র প্রভাব মোকাবেলার জন্য "টেকসই ও গুণগতমান সম্পন্ন চা উৎপাদনের লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উপযুক্ত অভিযোজন কৌশল উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, চা আবাদের সহায়তা প্রদানের জন্য বিটিআরআই উপকেন্দ্র পঞ্চগড়ে একটি কীটতত্ত্ব ল্যাব এবং চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপকেন্দ্রে একটি আধুনিক মৃত্তিকা ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

চা শিল্পে দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটে প্রফেশনাল ডিপ্লোমা ইন টি ম্যানেজমেন্ট এবং টি টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোর্স চালু করা হয়েছে। চা চাষিদের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চা আবাদী ব্যবস্থাপনা ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রতিবছর ০৬ দিন ব্যাপী 'বিটিআরআই বার্ষিক কোর্স' আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত ৯৬৫ জন টি প্ল্যান্টার্স অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা বাগানগুলোতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলার বাঁশখালী উপজেলায় ২০০ একর জমিতে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের অঞ্চলভিত্তিক চা গবেষণা খামারে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অনলাইন টি লাইসেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের চা ব্যবসার সকল লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে এবং দেশে প্রথমবারের মত "জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩" প্রদান করা হয়েছে।

বিটিআরআই কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিএআরসি-র অর্থায়নে টেকসই ও নিরাপদ চা উৎপাদনের লক্ষ্যে "Integrated Pest Management (IPM) approaches to major pests of tea for sustainable tea production" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যেমন- সোলার আলোক ফাঁদ, আঠালো হলুদ ফাঁদ, উদ্ভিদ নির্যাস, ব্রাকন পোকার ব্যবহার, এন্টোমোপ্যাথোজেনের ব্যবহারসহ ১টি পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ল্যাবরেটরি ও ১টি আইপিএম ফিল্ড ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

২০০৯-২০২৩ সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	উন্নয়ন কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলি
(ক) উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত প্রকল্প			
১.	Bangladesh Trade Policy Support Programme (অক্টোবর ২০০৯-সেপ্টেম্বর ২০১৫)	৬৭.০৬	প্রকল্পটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুদান সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে জিএসপি অটোমেশন স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে রপ্তানিকারকগণ অনলাইনে অতি অল্প সময়ে জিএসপি সার্টিফিকেশন সেবা পাচ্ছেন। বাণিজ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বাঙ্গীন বাণিজ্য নীতি প্রণয়নের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
২.	Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of BEST Programme (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৫)	১৭.৫৮	প্রকল্পটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউনিডো'র অনুদান সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বিজিএমইএ ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজিকে ইউনিভার্সিটিতে উন্নীতকরণের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং বিকেএমইএ ইনস্টিটিউট অব অ্যাপারেল রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে আরএমজি ও টেক্সটাইল সেক্টরে ফ্যাশন ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে নতুন দক্ষ জনবল সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর আওতাভুক্ত কারখানাসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি জন্য মিড লেভেল ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আরএমজি বাজার সংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণা করার জন্য গার্মেন্টস স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ক্রম	উন্নয়ন কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলি
৩.	কাওরান বাজারস্থ টিসিবি ভবনের ৯ম-১০ম তলা নির্মাণ (নভেম্বর ২০১১-ডিসেম্বর ২০১২)	৬.৭৮	প্রকল্পটির আওতায় ঢাকাস্থ কাওরান বাজারে অবস্থিত টিসিবি'র প্রধান কার্যালয় ভবনে ৯ম ও ১ম তলা নির্মাণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৩৬৪৫৬ বর্গফুট অফিস স্পেস তৈরি করা হয়েছে এবং সে স্পেস অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদানপূর্বক টিসিবি'র রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে টিসিবি'র আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪.	Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৫)	৮৭.৭৬	প্রকল্পটি জার্মান সরকারের অনুদান সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের গাইড লাইন অনুযায়ী ২৩৫টি আরএমজি কারখানার সামাজিক এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নে সহায়তা করা হয়েছে। এতে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। আরএমজি ক্রেতা কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স ইস্যুর উপর নির্বাচিত কারখানার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর পঙ্গু শ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নে এনজিও'র মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫.	Bangladesh Economic Growth Programme (ফেব্রুয়ারি ২০০৮-জুন ২০১৬)	২৫.১৬	প্রকল্পটি ইউএসএআইডি এর অনুদান সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কৃষি, মৎস্য ও লেদার সেক্টরের রপ্তানি বাণিজ্যের কমপ্লায়েন্স পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে সে সকল খাতের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬.	Raising Transparency in Textile and Garments Value Chains (সেপ্টেম্বর ২০১৫-জুন ২০১৬)	১.৭০	প্রকল্পটি জার্মান সরকারের অনুদানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের সামাজিক এবং পরিবেশগত মান অনুসরণসহ এ শিল্পের সমগ্র সাপ্লাই চেইনের স্বচ্ছতা উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণার্থে নিবিড় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৭.	Economic opportunities and sexual & reproductive health and rights-a pathway to empowering girls and women in Bangladesh (এপ্রিল ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৬)	৪.৩২	প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অনুদান সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে ৩০০ ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২১৪ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ১২৫ জন নারী উদ্যোক্তা Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। ২১ জন নারী উদ্যোক্তা ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে এসএমই ঋণ গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রবেশাধীকার বৃদ্ধির ফলে নারীর বিশেষত প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮.	Support to PSES Efforts to Ensure development in the RMG Industry (নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৫)	৪.৪০	প্রকল্পটি জার্মান সরকারের অনুদান সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গার্মেন্টস শিল্পে শ্রম আইন প্রতিপালনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, গার্মেন্টস সেক্টরের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ গাজীপুরের কাশিমপুরে আরএমজি ক্লাস্টারে মিনি ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে সরু অলি-গলিতে অগ্নি নির্বাপণের জন্য গাড়ি সহজে প্রবেশ করে অগ্নি নির্বাপণ কাজে সহায়তা করা যাচ্ছে।
৯.	Agri-business for Trade Competitiveness Project (অক্টোবর ২০১৩-মার্চ ২০১৮)	২২৮.৪২	প্রকল্পটির আওতায় স্টাডি, কর্মশালা, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রমোশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উপজেলার কৃষি ও মৎস্য সেক্টরের সুবিধাভোগীগণ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে উপকৃত হয়েছেন।

ক্রম	উন্নয়ন কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলি
১০.	Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry-II (নভেম্বর ২০১৫-সেপ্টেম্বর ২০১৭)	৫৩.৫৪	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমনীতি অনুযায়ী ২০০টি কারখানার সামাজিক এবং ১৫০টি কারখানার পরিবেশগত মান উন্নয়নে সহায়তা করা হয়েছে। ১০০টি কারখানায় পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে। একটি তৈরী পোশাক ক্লাস্টারে একটি মিনি ফায়ার ব্রিগেড সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।
১১.	Developing Capacity Building Framework for Green Industry in RMG Sector (জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮)	১.৬৫	প্রকল্পের আওতায় আরএমজি সেক্টরের সবুজ শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করণীয়সমূহ নির্ধারণে সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। উক্ত সমীক্ষার আলোকে প্রস্তুতকৃত সুপারিশসমূহের মাধ্যমে সবুজ শিল্প স্থাপনে আরএমজি সেক্টর উপকৃত হচ্ছে।
১২.	Strengthening the Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion (এপ্রিল ২০১৬-মার্চ ২০১৯)	৬.৯৩	প্রকল্পটির মাধ্যমে বাণিজ্য বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।
১৩.	Social and Labor Standards in the Textile and Garment Sector in Asia (**আগস্ট** ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৮)	৪.৬৮	প্রকল্পটির মাধ্যমে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ, চীন, মায়ানমার, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরএমজি সেক্টরে উত্তম চর্চার বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন, যা আরএমজি সেক্টরের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।
১৪.	ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)	১৪.৫১	বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে, ই-কমার্স খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ই-কমার্স বিষয়ক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৯৬টি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৭,৪০০ নতুন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। মোট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩,৩৬৭ জন (৪৫.৫%)। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৬৮% নিজস্ব ই-কমার্স ব্যবসায় জড়িত, ১.৫% বিভিন্ন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং ২৯% অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের ই-কমার্স ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী।
১৫.	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দার্ন বাংলাদেশ (সেপ্টেম্বর ২০১৫-জুন ২০২১)	৭.৪০	বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় চা আবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। ১,১৩৩টি পরিবার কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন চা চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে।
১৬.	Bangladesh Leather Services Center (জুলাই ২০০৯-জুন ২০১১)	৩.৭৫	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের মান উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির নিমিত্ত বাংলাদেশ লেদার সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেন্টারটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চামড়াজাত পণ্যের মানোন্নয়নের কাজ করে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি'র ল্যাবরেটরি পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষায় ১৯টি টেস্ট সম্পাদনের স্বীকৃত অর্জন করেছে।
১৭.	Readymade Garments Trade Promotion (জুলাই ২০০৯-জুন ২০১১)	৬.৯৯	প্রকল্পটির মাধ্যমে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোষাক শিল্পের ইমেজ তৈরির কাজ করা হয়েছে।

ক্রম	উন্নয়ন কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলি
১৮.	Strengthening the Office of the Focal point (WTO Cell of the Ministry of Commerce) in Promoting and Diversifying Trade (জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১২)	০.৩৫	প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মাবলি অবহিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবীদ, সাংবাদিকদের নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মাবলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টরা অবগত হয়েছেন।
১৯.	Developing Business Services Markets in Bangladesh (Phase-II) (মার্চ ২০০৮-মার্চ ২০১৩)	২৭৪.৯৩	প্রকল্পটির আওতায় ১৮টি পণ্য/সেবার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়। এ সকল পণ্য/সেবার অভ্যন্তরীণ বাজার এবং রপ্তানি বাজারে সরবরাহ লাইনে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে গ্রামীণ গরিব জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।
২০.	Export Diversification and Competitiveness Development (EIF Tier II) Project (আগস্ট ২০১৮-জুন ২০২৩)	৯.৯৫	বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে Enhanced Integrated Framework (EIF) এর আওতায় ডব্লিউটিও এর অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোষাক শিল্পে পণ্য বহুমূখিকরণ ও অধিকতর মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে রপ্তানী আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইনোভেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে একজন আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইনার নিয়োগ করা হয়। ইনোভেশন সেন্টারে "Creating High End Fashion with Heritage Materials from Bangladesh" বিষয়ে ১৬০ জন দেশীয় ফ্যাশন ডিজাইনার, ফ্যাশন ডিজাইনের শিক্ষার্থী, তৈরি পোষাক কর্মী এবং এ শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তৈরি পোষাক শিল্পে পণ্য বহুমূখীকরণ ও অধিকতর মূল্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে ০৮টি প্রশিক্ষণ ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীদের এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তৈরি পোষাক শিল্পে "বাংলাদেশ ব্রান্ড" প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রান্ডিং কার্যক্রমসহ একটি ওয়েবপেজ ডেভেলপ করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি শিল্প বিষয়ে বেসরকারি ও সরকারি উভয় ক্ষেত্র হতে Negotiation on Agriculture বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফল প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২১.	Diagnostic Trade Integration Study Update of Bangladesh Trade Roadmap for Sustainable Graduation (ফেব্রুয়ারি ২০২২-জুন ২০২৩)	১.৭০	বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে Enhanced Integrated Framework (EIF) এর আওতায় ডব্লিউটিও এর অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে এলডিসি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলায় তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য, জাহাজ তৈরি, ওষুধ শিল্পসহ মোট ১২টি সেক্টরের জন্য পৃথকভাবে ট্রেড রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এলিডিসিভুক্ত দেশ হতে সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১২টি সেক্টরের ট্রেড রোডম্যাপ সম্বলিত Identification of Trade-related Graduation Challenges and Preparation of Sector-Specific Trade Roadmaps for Overcoming the Challenges শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিটিউট (বিএফটিআই) এই সমীক্ষাটি সম্পাদন করেছে। এ সমীক্ষাতে এলডিসিভুক্ত দেশ হতে বাংলাদেশের সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রেডিমেইড গার্মেন্টস, নিটওয়্যার, ফার্মাসিটিক্যালস, প্লাস্টিক শিল্প, জাহাজ তৈরি শিল্পের মত গুরুত্বপুর্ণ ১২টি সেক্টরের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ সনাক্ত করা এবং তা হতে উত্তরণের রোডম্যাপ প্রস্তাবনা করা হয়েছে। সর্বোপরি এলডিসিভুক্ত দেশ হতে বাংলাদেশের সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে এই সমীক্ষাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

ক্রম	উন্নয়ন কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলি
(খ) চলমান প্রকল্প			
১.	এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৫)	১১০৫.২৭ (জিওবি ১৭২.১২ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৯৩৩.১৫ কোটি)	রপ্তানি পণ্য বহুমুখিকরণসহ বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় তৈরি পোশাক শিল্পের বাইরে সম্ভাবনাময় চারটি খাত যথা: চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য; পাদুকা; হালকা প্রকৌশল; এবং প্লাস্টিক খাতের পণ্য রপ্তানির বাজারে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মাধ্যমে ৪টি আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা ছিলো; কিন্তু পরবর্তীতে টেকনোলজি সেন্টারের বর্তমান চাহিদা বিবেচনায় এবং প্রকল্পের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে আপাতত দুটি টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে গাজীপুরের কাশিমপুরে ৫ একর জমিতে "বঙ্গবন্ধু ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি সেন্টার ফর লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার" এবং গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে ৫ একর জমিতে "সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি" স্থাপন করা হচ্ছে। বিশ্বমানের এ টেকনোলজি সেন্টার দু'টিতে হালকা প্রকৌশল, চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা এবং প্লাস্টিক খাতসহ উৎপাদন খাতের শিল্পসমূহের জন্য লাগসই প্রযুক্তিসেবা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহকে অধিকতর রপ্তানিমুখী করে তোলা, রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।
২.	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২৩)	৭২.৩৮ কোটি (জিওবি ৪.৮০ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৬৭.৫৮ কোটি)	বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত নারী ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশ জাতীয় ট্রেড পোর্টাল এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্ত্রণালয়সমূহের ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৩২৭৫ জন নারী উদ্যোক্তাকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের কাট-ফ্লাওয়ার, এগ্রো-প্রসেসিং এবং আইসিটি স্কিল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এগ্রো-প্রসেসিং সেক্টরে ১১২৫ জন, কাট-ফ্লাওয়ার সেক্টরে ১০০০ জন এবং আইসিটি বিষয়ে ১০৫০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাবনাময়ী নারী উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্র্যান্ট সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত এগ্রো-প্রসেসিং এবং কাট-ফ্লাওয়ার সেক্টরে যথাক্রমে ৫৬টি এবং ৪০টি সেলফ হেল্প গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে পাইলটিং ভিত্তিতে কিছু গ্রুপকে ম্যাচিং গ্র্যান্ট সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রকল্পটির আওতায় পর্যালোচনার জন্য সংস্থানকৃত ৬০টি নীতিমালা/আইন/বিধিমালার মধ্যে ২০টির পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে।
৩.	বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৩)	১৩০৩.৫০ কোটি (জিওবি ৪৭৫.০০ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৬২৫.৭০ কোটি, সংস্থার নিজস্ব ২০২.৮০	ক্রেতাদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে পণ্য প্রস্তুতকারকগণ এবং রপ্তানিকারকদের পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প সাহায্যের উৎস চীন সরকার। প্রকল্পটি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচল নতুন শহরে বাস্তবায়নাধীন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টারটির নির্মাণকাজ চীন সরকার কর্তৃক নিয়োজিত চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে সেন্টারটির শুভ উদ্বোধন করেন। এক্সিবিশন সেন্টারটিতে ২০২২ সাল হতে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে মাসব্যাপী ঢাকা

ক্রম	উন্নয়ন কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলি
		কোটি)	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হচ্ছে।
৪.	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪)	৩.৬৮	স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা এবং মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কির্ত বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত ০৫টি গবেষণা সম্পাদন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পটির আওতায় দুই জন কর্মকর্তার মাস্টার্স এবং তিন জন কর্মকর্তার ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং রূপকল্প- ২০৪১ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদের সক্ষমতা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
৫.	টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩)	২৮.১৫	গত ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১টি সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: "টিসিবির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ, উৎপাদন মৌসুমেই বিদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং যথাসময়ে বাজারজাত করে পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার ভারসাম্য রক্ষায় প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে হবে"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-কে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণের নিমিত্ত রংপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে টিসিবি রংপুর, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামে ৬টি গুদাম নির্মাণ ও ২টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মিত হবে। এর মাধ্যমে পঁচনশীল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে আপৎকালীন মজুদ গড়ে তোলা হবে। টিসিবি'র আপৎকালীন মজুদ ক্ষমতা ৪৭,৭০০ বর্গফুট তথা প্রায় ১০,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপৎকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া, দু'টি আঞ্চলিক কার্যালয় ভাড়া অফিস থেকে নিজস্ব অফিসে স্থানান্তরিত হবে বিধায় টিসিবি তথা সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে।
৬.	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চট্রগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস (জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৩)	৯.৯৯	দেশে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত চা শিল্পের উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা কার্যকর করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার নিমিত্ত এ বিনিয়োগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বান্দরবান জেলার ৩০০ হেক্টর

ক্রম	উন্নয়ন কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলি
			(বান্দরবান সদর উপজেলার ১০০ এবং রুমা উপজেলার ২০০) জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র চা চাষীদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, চা এর নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে চা চাষীগণকে চারা রোপনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও চা এর সঠিক জাত সরবরাহ এবং চা চাষীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ০৩ লক্ষ কেজি তৈরি চা উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।
৭.	ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৩)	৬.৫২	লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ডের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলায় চা চারা উৎপাদন, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং চা চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ চলমান রয়েছে। লালমনিরহাট জেলার কৃষকদের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব পতিত জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে ২৪০.৬৬ একর জমি চা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। চা আবাদকারীদেরকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত চা আবাদ সম্পর্কিত ৮১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। লালমনিরহাট জেলার চা আবাদি ও নার্সারীতে ৬৮২ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৮.	রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ (মে ২০২২-এপ্রিল ২০২৫)	২২০.০৩	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব দপ্তর ভবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা নগর এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব ১৫তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। এর ফলে রপ্তানিকারকদের সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সম্ভব হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের স্বীকৃতি/পুরস্কার

- ১৬ মার্চ ২০০৯ যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে করা হয়। "Single process Registration" বা একক পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য ২০২১ সনে দলগত ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক অর্জন করে। ডিজিটাল কার্যক্রম প্রবর্তনের স্বীকৃতিস্বরূপ আরজেএসসি ই-সরকার বিশেষ সম্মাননা লাভ করে।
- সরকারি পরিষেবা খাতে (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারণার জন্য) বিশেষ অবদান রাখায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ.এইচ.এম. সফিকুজ্জামানকে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ১১তম আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক পুরস্কার-২০২১ প্রদান করা হয়।
- জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক সিসিএমএস (CCMS) শীর্ষক ওয়েব পোর্টাল এবং সফটওয়্যার উদ্ভাবনের জন্য অধিদপ্তরকে পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে **বাংলাদেশ ইনোভেশন এওয়ার্ড-২০২৩** পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ও ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইক্যাব) যৌথভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড-২০২২ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য নীতি, আইন ও পরিকল্পনা

- ২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি নীতি ২০০৯-২০১২, ২০১২-২০১৫, ২০১৫-২০১৮, ২০১৮-২০২১ এবং ২০২১-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিদ্যমান রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ যুগোপযোগীকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- পরিবরর্তিত বাণিজ্যিক পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য নীতিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য করে আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ হালানাগাদ ও অধিকতর যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আগে আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-১২, ২০১২-১৫ এবং ২০১৫-১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সাথে Regional Trade Agreements (RTAs) সম্পাদনের লক্ষ্যে RTA Policy ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বানিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাজারে সম্পূর্ণরূপে আমদানি নির্ভর দুইটি পণ্য চিনি ও সয়াবিন তেলসহ মোট ১৭টি পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনয়নে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- টিসিবি'র আইনকে যুগোপযোগীকরণের জন্য মহান জাতীয় সংসদের মাধ্যমে ২০১৫ সালে টিসিবি আইন সংশোধন করা হয়েছে। টিসিবি গঠনের আদেশ নং পি.ও ৬৮/১৯৭২ সংশোধনপূর্বক "নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করে আপৎকালীন মজুদ গড়ে তোলার" বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে। সে সাথে টিসিবি'র অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি হতে ১,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- টিসিবি'র প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা, ২০১4 সংশোধন করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৯৭২ এর ৬৮ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।
- টিসিবি'র কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯২ সংশোধন করা হয়েছে।
- টিসিবি'র ডিলার নিয়োগ গাইডলাইন সংশোধন করা হয়েছে।
- ফরমালিনের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ফরমালিন নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- সামরিক শাসন আমলে জারীকৃত The Cost and Management Accountants Ordinance, 1977 বাংলায় রূপান্তর, সংশোধন ও পরিমার্জন করে নতুন আইন 'কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকল্পে ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা. ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (DBID) নিবন্ধন নির্দেশিকা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা ২০২৩ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্মচারি (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২১- প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর সংশোধন করা হয়েছে।
- অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন প্রবিধানমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ) বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- চা আইন, ২০১৬; চা আমদানি লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬; বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬; বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৬; জাতীয় চা পুরস্কার নীতিমালা ২০২২ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ।
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা অধিকতর জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সংশোধন আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ০১ নং আইন) গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত

হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নাম পরিবর্তন হয়ে ‘বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন’ হয়েছে।

- জাতীয় ট্যারিফ নীতি-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮, স্বর্ণ নীতিমালা (সংশোধিত), ২০২১,স্বর্ণ পরিশোধনাগার (Gold Refinery) স্থাপন ও পরিচালনায় অনুসরণীয় পদ্ধতি, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি, ২০১৮, বাংলাদেশের খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক পথনক্সা- (রোডম্যাপ), ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার, পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক ইতোমধ্যে দেশের নিম্নআয়ের ১ কোটি পরিবারকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ প্রদান করা হয়েছে এবং টিসিবি’র ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কে স্মার্ট কার্ডে রুপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপকারভোগীদের নিকট স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের লক্ষ্যে Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এবং TCB এর মধ্যে গত ১১-০৭-২০২৩ খ্রি. “IT Enabled Services Through Development, Operations and Maintenance of a Software to Distribute Goods among TCB’s Beneficiaries and Supply of 1 crore smart family Cards” সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের অংশ হিসেবে টিসিবি কর্তৃক ই-জিপি (Electronic Government Procurement) সিস্টেমে দরপত্র আহবান করা হচ্ছে। এছাড়া, জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে বিভিন্ন সভা/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। মোবাইল এসএমএস-র মাধ্যমে বিভিন্ন কিস্তির পণ্য বরাদ্দের সংবাদ ডিলারদেরকে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। ডিলার নিয়োগের আবেদন গ্রহণের পদ্ধতি ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। ডি-নথির সিস্টেমের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাজার দর দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াকরণ করে টিসিবির ওয়েবসাইটে প্রতিদিন প্রকাশ করা হচ্ছে।
- প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি’র সেবা পৌঁছাতে ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭,৩৩৩ (সাত হাজার তিনশত তেত্রিশ) জন ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি’র সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ডিলার নিয়োগ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সিনিয়র সচিব/ সচিবগণের নেতৃত্বে বিষয়ভিত্তিক সাতটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত সাতটি সাব-কমিটির মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন (a) Preferential Market Access & Trade Agreement এবং (b) WTO issues (other than market access &TRIPS) কমিটি স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে শুল্ক ও কোটা মুক্ত অগ্রাধিকার বাজার প্রবেশাধিকার হারানোর প্রেক্ষাপটে রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখিকরণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে-যার যথাযথ বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।
- বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে মসৃন ও টেকসই উত্তরণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ শুল্ক মুক্ত কোটা মুক্ত বাজার সুবিধা ও অন্যান্য এক পাক্ষিক যে সকল সুবিধা পেয়ে আসছে, তা উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে ক্রমঃবর্ধমান হারে Phase out করা এবং Special and Differentail Treatment, কারিগরি সহায়তা, TRIPS এর বাধ্যকতা থেকে অব্যাহতিসহ অন্যান্য সুবিধা স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী বাকি সময়েও যেন অব্যাহত থাকে সে উদ্দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) নেগোশিয়েসন অব্যাহত আছে।
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। সম্ভব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে গত ০১ আগস্ট ২০২৩

তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত: মন্ত্রণালয় সভায় সার্বিক দিক বিবেচনায় RCEP এ যোগদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিশন গত মে ২০১৯ সময়ে উভয়ের মধ্যে একটি Memorandum of Co-operation (MoC) স্বাক্ষর করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ নভেম্বর-০১ ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে রশিয়ার মস্কোতে ১ম Joint Working Group (JWG) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিশনের মধ্যে পরবর্তী কার্যক্রমের পরিধি ও সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। গত ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও Eurasian Economic Commission (EEC)- এর মধ্যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ও Eurasian Economic Commission (EEC)- র মধ্যে এফটিএ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে উভয় পক্ষ কাজ করে যাচ্ছে।
- দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও পণ্যের তালিকা স্থায়ীভাবে সংরক্ষনের জন্য www.fta.gov.bd নামক ওয়েব সাইট তৈরি করা হয়েছে।
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের বাণিজ্যিক উইংয়ের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য নিয়মিত ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সভায় রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনাসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।
- পণ্য উন্নয়ন ও পণ্য বহুমুখিকরণ কর্মসূচির আওতায় জাহাজ, ফার্নিচার, রাবার, ঔষধ, ইলেকট্রনিক্স এন্ড হোম এ্যাপ্লায়েন্স, কাগজ, প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়ালস ও প্যাকেজিং, আইসিটি, সিরামিকস, এগ্রোপ্রসেসড ফুড, চামড়া ও পাট ইত্যাদি পণ্যকে সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **এছাড়া, দেশের পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বৈদেশিক বাজার বৃদ্ধির** লক্ষ্যে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি নন-গার্মেন্টস খাত বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, চামড়াজাতপণ্য ও পাদুকা, লাইটইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া ICT সার্ভিসেস, সফটওয়্যার, BPO, ট্যুরিজমখাতকে অধিকতর সম্ভাবনাময় সেবা খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি রপ্তানিমুখি কৃষিপণ্যে বৌচত্র্য আনয়নে মৎস্য, ফল, শাক-সবজি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবছর একটি পন্যকে বর্ষপন্য হিসাবে ঘোষণা করা হচ্ছে:

ক্রম	বিষয়	সাল
১	চামড়া ও পাদুকাসহ চামড়াজাত পণ্য	বর্ষপণ্য-২০১৭
২	কাঁচামালসহ ঔষধ	বর্ষপণ্য-২০১৮
৩	প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য	বর্ষপণ্য-২০১৯
৪	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	বর্ষপণ্য-২০২০
৫	আইসিটি পণ্য ও সেবা	বর্ষপণ্য-২০২২
৬	পাটজাত পণ্য	বর্ষপণ্য-২০২৩

- রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা, নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বিদ্যমান রপ্তানি বাজারসমূহে পণ্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে এবং বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রপ্তানি বিপণন উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বের নানা রাষ্ট্রে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে ২০১০ সালে ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও চিলিতে বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করা হয়। একই বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে তুরস্কে ঔষধের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি বাণিজ্য মিশন পরিচালনা করা হয়। ২০১৯ সালে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে সফর করে। বাংলাদেশি ঔষধ শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত সক্ষমতা তুলে ধরার জন্য ২০২২ সালে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ইথিওপিয়া সফর করেন।
- অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬-৮ অক্টোবর ২০২২ সময়ে সৌদি আরবে রিয়াদে বানিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভাবনাময় ০৭টি রপ্তানিখাত যথা- তৈরি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হস্তশিল্পজাত পণ্য এবং ফার্মাসিটিক্যাল পণ্য

নিয়ে আগামী ০৬-০৮ অক্টোবর ২০২০ সময়ে প্রথমবারের মতে অনুষ্ঠিত “বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মেলা ২০২২” এ অংশগ্রহন করে।

- বিভিন্ন দেশ প্রদত্ত পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা গ্রহনের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো Preferential Certificate of Origin ইস্যু সুবিধা গ্রহণে পণ্যের Rules of Origin প্রতিপালনের Pre-Verification পদ্ধতি হিসেবে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিবন্ধন ও নবায়ন এক্সপোর্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএমএস)-এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটর্ফমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। Export enrollment ৫ বছর মেয়াদী করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ০১ থেকে ০৫ বছর পর্যন্ত মেয়াদে একজন রপ্তানিকারক নিবন্ধিত হতে পারছেন।
- Export Trophy ও CIP এর জন্য অনলাইন আবেদন চালু করা হয়েছে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত প্রবেশ সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য EU Implementing regulation ২০১৫/২৪৪৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ ১ জানুয়ারী ২০১৯ সময়ে Registered Exporter System (REX) ব্যবস্থা কার্যকর করে এবং এর মাধ্যমে রপ্তানিকারক নিজেই Statement on Origin (SoO) ইস্যু করে। REX এর Monitoring, Control, Verification এর জন্য এবং administrative authority হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কাজ করছে এবং এ কার্যক্রম বর্তমানে Export Tracker Software-র মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে সম্পাদিত হচ্ছে।
- সরকারের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেম এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা (বিডা) এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য উন্নত দেশ কর্তৃক প্রদত্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানিকারকদের অনুকূলে পণ্যের অরিজিন সংক্রান্ত সার্টিফিকেশনসহ এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ১ আগস্ট ২০14 হতে সম্পূর্ণভাবে অটোমেশনের আওতায় সম্পাদন করা হচ্ছে।
- ২০১৭ সালে রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন সহজীকরণের লক্ষ্যে ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১৯ সাল হতে তথ্য বাতায়নে রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য/ পরিসংখ্যান প্রকাশ এবং Online Pay slip Service চালু করা হয়েছে।
- ২০২১ সালে Exporter Tracker System চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে অনলাইনে REX -র আওতায় সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু হয় এবং বিষয়টি মনিটরিং ও ভেরিফাই করা হয়।
- ব্যবসা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নতুন নিবন্ধন ও নবায়নের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১ (এক) বছরের পরিবর্তে ১-৫ (এক-পাঁচ) বছর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে Online-এ সম্পন্ন করা যাবে। এ লক্ষ্যে ব্যুরোতে Export Management System (EMS) সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে।
- ‘Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Commerce’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যুরোর Component-8 (International Trade Fair participation for EPB) এবং Component-৯ (জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি এর আবেদন ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা) এর জন্য সফট্ওয়্যার চালু করা হচ্ছে।
- Enhanced Integrated Framework (EIF) এর TIER I এর আওতায় এবং অর্থায়নে এ মন্ত্রণালয় Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, Strengthening Institutional Capacity and Human Resources Development for Trade Promotion প্রকল্পের অধীন Study Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifying opportunities and Challenges এবং Identification of Non-Tariff Barriers faced by Bangladesh in Exporting Potential Exportable Products in Major Export Markets দুটি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে।
- Export Diversification and Competitiveness Development (EIF Tier II) Project এর আওতায় তৈরি পোষাক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তৈরি পোষাক শিল্পের জন্য Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) ভবনে স্থাপিত Innovation Center এর জন্য মেশিনারিজ ক্রয় করা হয়েছে। তৈরি পোষাক শিল্পে পণ্য বহুমূখিকরণ ও অধিকতর মূল্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে ০৮ (আট) টি প্রশিক্ষণ ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীদের এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তৈরি পোষাক শিল্পে “বাংলাদেশ ব্রান্ড” প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রান্ডিং কার্যক্রমসহ একটি Webpage Develop করা হয়েছে।

- কৃষি ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি শিল্প বিষয়ে বেসরকারি ও সরকারি উভয় ক্ষেত্র হতে **২০২২-২৩ অর্থ বছরে** Negotiation on Agriculture বিষয়ে ১২ টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪০ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, ৩১ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬২৫ জন উদ্যোক্তা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, এবং এ শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- Enhanced Integrated framework (EIF) এর অর্থায়নে এলিডিসিভুক্ত দেশ হতে সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১২টি সেক্টরের ট্রেড রোডম্যাপ সম্বলিত Identification of Trade-related Graduation Challenges and Preparation of Sector-Specific Trade Roadmaps for Overcoming the Challenges শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে।
- যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হচ্ছে।
- যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের ডিজিটাল সেবার সুফল সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে ব্যবহারের লক্ষ্যে নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহের তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য আরজেএসসি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে তথ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- CCI&E অফিসে আমদানী/রপ্তানী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবন্ধন ও মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে যাচাইপূর্বক তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানের নিমিত্তে CCI & E এ পরিদপ্তরের সাথে ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।
- IRC ও ERC সনদ নবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ ৫ বছর পর্যন্ত নবায়ন করতে পারবেন।
- আরজেএসসির সেবা সমূহের ফি অনলাইনে প্রদানের উদ্দেশ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড সার্ভিস চালুর জন্য সিটি ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।
- মানি লন্ডারিং বিষয়ক নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ।
- আন্তর্জাতিক সংস্থা (USAID) এর প্রজেক্ট (FEED THE FUTURE (BITBEE) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য আরজেএসসির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানের করা।
- গত ২২ মার্চ ২০১৮ ভারতের নয়াদিল্লীতে কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন (KFTC) ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (BCC) এর মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় কমিশনের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।
- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ "প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। ২৩-১২-২০২০ "ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক অবহিতকরণ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ১৬ মে ২০২২ **"ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের ভূমিকা"** শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশনের কাজের সুবিধার্থে পণ্য ও সেবার ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১০ (দশ)টি দল গঠনপূর্বক ১০(দশ) টি পণ্য ও সেবা খাতকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত পণ্য ও সেবার বাজার সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবার বাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহপূর্বক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। খাতগুলো হলো পোল্ট্রি ফিড, পশুখাদ্য ও মৎস্য খাদ্য, বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষাখাতে টিউশন ফি, সেশন ফি, উন্নয়ন ফি, চামড়ার বাজার, চিনির বাজার ইত্যাদি।
- জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত তথ্য বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন ১৬১২১ এর মাধ্যমে ভোক্তাগণ দ্রুততার সাথে অভিযোগ জানাতে পারে এবং ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সহজে সংগ্রহ করতে পারে।
- ভোক্তাগণের অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সহজিকরণের লক্ষ্যে কনজুমার কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CCMS) সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে।

- জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক চালু করা হয়েছে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল এবং অধিদপ্তরের নিজস্ব ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের মধ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামে আইনটি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণে নিবিড়ভাবে কাজ করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় ০৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিকদের অংশগ্রহণে ভোক্তা-অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি-র মধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয়ক Post-Graduation Diploma (PGD) কোর্স শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
- বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদার করার লক্ষ্যে বিএফটিআই Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), Spellbound Communications Limited, iDEA TREE এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং Bangladesh Chamber of Industries (BCI) এর সাথে বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে আগামি ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে নীতিগত সম্মত হয়েছে।
- দেশে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও 'ইজি টু ডুয়িং বিজনেস'- এ বাংলাদেশের অবস্থান উন্নীতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে আমদানি ও রপ্তানি অধিদপ্তরের সেবাসমূহ অটোমেশনের আওতায় আনয়নে অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল **(OLM)** প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে ব্যবসায়ীগণ আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স/পারমিট ইত্যাদির জন্য অনলাইন আবেদন করতে পারছেন, সেবা নবায়ন করতে পারছেন।
- বর্তমানে দপ্তরের ৫৪টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০২৩ সালে দপ্তরের অভ্যন্তরীণ কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত ই-নথির পরিবর্তে আরও আধুনিক সংস্করণ **ডি-নথির প্রবর্তন** করা হয়েছে।
- ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকল্পে গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন **DBID** এ্যাপস চালু করা হয়েছে।
- ডিজিটাল কমার্সের সমন্বিত অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সেন্ট্রাল কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম **(CCMS)** উদ্বোধন করা হয়েছে।
- আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের প্রচলিত অনলাইন সেবা আরও যুগোপযোগী ও সেবা বান্ধব করার লক্ষ্যে বিডা এর One Stop Service (OSS) এর সাথে অনলাইন সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র আবেদন অনলাইনে গ্রহণ এবং প্রদান করা হচ্ছে।
- চায়ের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে "উন্নয়নের পথ নকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প" প্রণয়ন করা হয়; যা অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে অনুমোদিত হয়। "উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা" শিল্প তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে: (ক) স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০) (খ) মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫) ও (গ) দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)। ইতোমধ্যে স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং মধ্য মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।